০২-০৪-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য সর্বদা শ্রীমতে চলতে থাকো, লক্ষ্মী - নারায়ণও এই শ্রীমতেই এমন শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন"

প্রশ্ন :- ভক্তিতে গোমুখের স্মরণিক কেন বানানো হয়েছে ?

উত্তর :- কেননা এই সঙ্গম যুগে বাবা জ্ঞানের কলস মায়েদের উপর রেখেছেন । মায়েরা, তোমাদের মুখ থেকেই জ্ঞান অমৃত বেরোয়, যার দ্বারা সকলেই পবিত্র হয়ে যায় তাই ভক্তিতে গোমুখের স্মরণিক বানানো হয়েছে । তোমরা হলে গো মাতা, তোমরাই সকলের মনোকামনা পূরণ করো, তাই তোমাদের স্মরণিক বানানো হয়েছে ।

গীত :- নয়নহীনকে পথ দেখাও .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে । ভক্তিমার্গের বাচ্চারা বাবাকে ডাকতে থাকে যে, আমরা যে নয়নহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে গেছি, আমাদের পথ দেখাও । হে প্রভু জী, এই বলে তারা তাদের বাবাকে স্মরণ করে । তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । সমস্ত জীবের আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে । আমরা এই পতিত দুনিয়াতে অত্যন্ত দুঃখী । আমরা দোরে দোরে ধাক্কা খাচ্ছি । যেখানেই যাই তাদের অক্যুপেশন কিছুই জানি না যে আমরা কার কাছে যাই ? শিবের মন্দিরে যায় কিন্তু মানুষ জানে না যে শিব কে ? যেখানেই যাবে, সেখানেই মাথা ঠুকবে । জানেই না যে তিনি কে বা কবে এসেছেন । লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরেও যায় কিন্তু জানেই না যে এনারা কবে এসেছিলেন, কিভাবে রাজ্য করেছিলেন, কিছুই জানে না । দিলওয়ারা মন্দিরে যায়, সেখানে আদিদেব, বসে আছে কিন্তু মানুষ জানেই না ইনি কে ? জগদম্বার কাছেও যায় কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, কি করেছিলেন, কিছুই জানে না কেবল মাথা ঠুকতে থাকে । তারা প্রার্থনা করে, সন্তান দাও,এই দাও, ওই দাও কিন্তু কিছুই জানে না । গোমুখেও যায়, কত পরিশ্রম করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে, কিন্তু কিছুই জানে না যে সেখানে কি রাখা আছে । এক পাথরের গরুর মুখ বানানো আছে, বলা হয় গরুর মুখ থেকে গঙ্গা জল বেরিয়েছে । এখন কোনো জন্তুর মুখ থেকে অমৃত থোড়াই বেরোবে । তীর্থে যায় কিন্তু কারোর অক্যুপেশন জানেই না যে, ইনি কখন এসেছিলেন এবং এসে কি করেছিলেন ? আমরা কেন এদের পুজো করি ? বুদ্ধিহীন হওয়ার কারণে ডাকতে থাকে --- হে প্রভু, হে বাবা, কেননা তিনিই সকলের বাবা । মানুষের তিনজন বাবার কথা বলা হয় -- এক হলো আত্মাদের বাবা শিব, দ্বিতীয় হলো সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি বা মনুষ্য ঝাড়ের রচয়িতা প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তৃতীয় হলো লৌকিক বাবা । ভক্তরাও এক ভগবানকে স্মরণ করে যে --- নয়নহীনকে এসে পথ দেখাও, যাতে আমরা সদা এমন হতে পারি । এই কলিযুগ তো হলো দুঃখধাম । সত্যযুগ হলো সুখধাম আর যেখান থেকে আমরা আত্মারা অভিনয় করতে আসি তাকে শান্তিধাম বলা হয় । আত্মা এই শরীররূপী বাজনা অথবা এই কর্মেন্দ্রিয় এখানেই পায়, যা দিয়ে আত্মা কর্ম করে । আত্মা হলো অবিনাশী আর শরীর হলো বিনাশী । এই আত্মা হলো পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান । এই শরীর হলো লৌকিক বাবার সন্তান । আত্মার বাবা একজনই, তাঁকে স্মরণ করলেই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । বেহদের শান্তি আর সুখের আশীর্বাদী বর্সা কোনো মানুষের থেকে পাওয়া সম্ভব নয় । যে কেউই হোক না কেন, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়, পরমাত্মা হলেন এক শিব । শিব পরমাত্মায় নমঃ, ব্রহ্মা

পরমাত্মায় নমঃ এমন বলা হবে না । তাই এই যে সব মন্দির ইত্যাদি আছে তাদের কারোর অকুপেশন কেউই জানে না । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন পরমাত্মা শিব, তারপর তিনিই রচনা করেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের । নিরাকার শিব হলেন আলাদা আর শঙ্কর হলেন আকারী দেবতা । পরমাত্মা হলেন একজন, এ কথা খুব ভালো করে বোঝা উচিত । সর্বপ্রথমে তো বাবাকে জানা উচিত যে বাবা এই স্বর্গের রচয়িতা । ভক্তিতে মানুষ তো ধাক্কা খেতেই থাকে । লক্ষ্মী – নারায়ণ হলেন স্বর্গের মালিক, সেখানে তো সর্বদা সুখই সুখ । এখানে সকলেই দুঃখী । এই দুনিয়াই হলো পতিত । সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো, যেখানে যেমন রাজা – রাণী তেমন প্রজা সকলেই পবিত্র ছিলেন । পরম পিতা পরমাত্মাই একমাত্র পতিতকে পবিত্র করেন । রাধা – কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স – প্রিন্সেস, যারা স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী – নারায়ণ হন । এই স্বর্গকে বলা হয় শিবালয় । এখন বাবা এই ভারত মাতাদের দ্বারা সবাইকে পবিত্র করছেন, যেই মায়েদের উপরই জ্ঞানের কলস রাখা হয় । এই ভারতেই ছিলো পবিত্র রাজ্য, এখন হলো অপবিত্র রাজ্য । গৃহস্থ ধর্মের পরিবর্তে গৃহস্থ অধর্ম হয়ে গেছে, তখন বাবা এসেই সব পবিত্র করেন । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন -- আমি পরম পিতা পরমাত্মা এসেছি । আত্মা, পরমাত্মা বহুকাল আলাদা আছে । তোমরা অনেক দিন আমার থেকে আলাদা হয়ে গেছো । এখন সম্পূর্ণ রোগী, পতিত, কড়ি তুল্য হয়ে গেছ, এখন তোমাদের যদি আমার মতো হতে হয় তাহলে পুরুষার্থ করো । এই ভারত মাতারা হলো শক্তির অবতার । এরা শিব বাবাকে নিজের বাবা বলে মানেন । তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে শক্তি পাওয়া যায় যাতে তোমরা পাঁচ বিকারের উপর জয়লাভ করে মায়াজীত, জগতজীত হও । এ হলো হার জীতের খেলা । ওয়ার্ল্ডের এই হিস্ট্রি – জিওগ্রাফী বুঝলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারো । বাবাই স্বর্গের জন্য তোমাদের পবিত্রতা, সুখ, শান্তির বার্সা দেয় । এ হলো রাজযোগ, কোনো হঠযোগীই রাজযোগ শেখাতে পারে না ।

এখন বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমত পাচ্ছো যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছো । রাবণের মতে চলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়েছো । এখন ভারত রাবণের মতে চলে এতো দুঃখী আর কাঙ্গাল হয়েছে । জগদম্বা সকলের মনোকামনা পূরণ করতেন, তিনিও মাতা ছিলেন । জগদম্বা শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন তাই তাঁর এতো মহিমার গায়ন করা হয় । পবিত্রতা ছাড়া তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে না । অর্ধকল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে । এখন বাবা বলছেন , পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হলে, এসে সব বোঝো । এখন যখন শ্রীমত পাচ্ছো, তখন সেই অনুসারে তোমাদের চলতে হবে । আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই --- মানুষ তো ৮৪ জন্ম নেয় । তোমরা হলে শক্তি স্বরূপা । শিব বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হলে তোমরা শক্তি পাবে । না হলে কখনোই স্বর্গের মালিক হতে পারবে না । পারলৌকিক বাবার থেকে এই সঙ্গম যুগে ২১ জন্মের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায়, এইজন্য পুরুষার্থ করতে হবে । বাচ্চাদেরও কল্যাণ করতে হবে । তাহলেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । এ হলো রাজযোগের পাঠশালা । ভগবান উবাচঃ বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, যাতে তোমরা রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক হতে পারবে । কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের সুখধামে পাঠিয়ে দেবে । বাবা বলেন, আমি এসেই সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাই । সত্যযুগ আর ত্রেতায় এই ভক্তি ইত্যাদি হয় না । সেখানে তো ২১ জন্ম অঢৈ সুখ থাকে । বাবা এখন বলছেন এই বারণের উপর জয়লাভ করো তাহলেই বিকারের কারণে বিয়ে করা হলো নিজের ক্ষতি করা । পরম পিতা পরমাত্মা অর্ডিনান্স জারি করেছেন যে, পবিত্র হও তাহলেই এই জগতের মালিক হতে পারবে । এই দুঃখধাম থেকে শান্তিধাম আর সুখধামে যেতে চাইলে এই কথাকে বোঝো ।

তোমরা জানো যে, একমাত্র বাবা ছাড়া আর কাউকে ভগবান বলা সম্পূর্ণ ভুল । ভগবান হলেনই একজন । এখন তোমরা বাচ্চারা শিব পরমাত্মার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, লক্ষ্মী – নারায়ণ আদি সকলের জীবনী জানো । এখন তোমরা শ্রীমতে চলে লক্ষ্মী – নারায়ণের সমান শ্রেষ্ঠ হতে পারো । পবিত্র তো তোমাদের অবশ্যই হতে হবে । পরম পিতা পরমাত্মার শ্রীমতে এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আর পবিত্র হলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য – ভাগ্য পাবে । এ কতো সহজ কথা । এই কথা বুঝতে পারলে তোমরা ভক্তির ধাক্কা থেকে কান্নাকাটির থেকে ২১ জন্মের জন্য মুক্তি পেতে পারো । তোমাদের বুঝতে হবে যে সত্যযুগের স্থাপনা কিভাবে হয় আর এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি – জিওগ্রাফীকে বোঝো । এ তো মানুষই বুঝতে পারে । এক বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । সকলের উপর দয়া এক বাবাই তো করেন । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর । তিনিই মায়েদের জ্ঞানের কলস দেন যাতে তারা সবাইকে পবিত্র বানাতে পারে । বাকি এই জলের গঙ্গা কখনো পবিত্র বানাতে পারে না । তোমরা হলে গো মাতা । যারা এই জ্ঞানের কলস পায় । এখানে তো পড়তে হয়, এই পড়া পড়ে দেবতা হতে হবে । ব্রাহ্মণ দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র --- এ হলো বর্ণ । এমনভাবেই এই ৮৪ জন্মের চক্র ঘুরতে থাকে । এই চক্রকে জানলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা – রাণী হতে পারো । আচ্ছা ।

হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদা আর জগদম্বা মায়ের স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পবিত্রতার শক্তিতে, শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে । সবাইকে এক বাবার অর্ডিন্যান্স শোনাতে হবে যে, পবিত্র হও তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে ।

২) প্রত্যেককে তিনজন বাবার পরিচয় দাও, দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাবার পথ দেখাতে হবে । বিভ্রান্ত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে ।

বরদান :- সর্বশক্তিমানের সাথের অনুভূতির দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করে তৃপ্ত আত্মা হও

যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা আছেন, সেখানে সর্বপ্রাপ্তির অনুভব স্বত:ই হয় । বীজের মধ্যেই তো বৃক্ষ সমাহিত থাকে । এমনই সর্বশক্তিমান বাবার সাথ থাকলে সদা ভরপুর, সদা তৃপ্ত, সদা সম্পন্ন থাকতে পারবে । কখনোই কোনো বিষয়ে দুর্বল হবে না, কখনোই কমপ্লেন করবে না সদা কমপ্লিট । কি করবো ---- কিভাবে করবো ---- এই অভিযোগ নয় । কেন –র লাইন সমাপ্ত । যারা সর্বদা সাথে থাকে তারা বাবার সাথেই যাবে ।

স্লোগান :- নয়নে যেমন মণি সমায়িত থাকে তেমনই বুদ্ধিতে যেন শিব পিতার স্মরণ সমায়িত থাকে ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

১) জ্ঞান দাতার দ্বারা প্রাপ্ত নতুন জ্ঞানের মুখ্য পয়েন্টস

আমাদের মনুষ্য আত্মাদের সর্বপ্রথম কোন্ মুখ্য পয়েন্ট বুদ্ধিতে থাকে, যার ওপর খুব অ্যাটেনশন রাখতে হয় ? সর্বপ্রথম তো নিজেদের এই পাকা নিশ্চয়তা রাখতে হয় যে, আমাদের কে পড়ান ? দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো - আমরা সকলে মনুষ্য আত্মা আর পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা । আমরা আত্মা বাচ্চারা আর পরমাত্মা বাবা, দুইই আলাদা -আলাদা । তৃতীয় পয়েন্ট হলো - ঈশ্বর অন্তহীনও নন, ঈশ্বর সর্বত্রও নন, এখন এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে, তাই আমাদের জ্ঞান অন্যদের থেকে পৃথক, যদিও দুনিয়ার মানুষ ভাবে, আমাদের পরমাত্মার জ্ঞান আছে, এখন তাদের জিজ্ঞেস করো - আপনার মধ্যে কোন্ জ্ঞান আছে ? তখন তারা বলবে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী । এখন পরমাত্মা তো বলেন, আমার জ্ঞান আমার দ্বারাই পাওয়া যায়, যেমন ব্যারিস্টার কাছে ব্যরিস্টারী বা ডাক্তারের কাছে ডাক্তারী শেখা যায় । যদিও ওখানে অনেক ব্যারিস্টার থাকে, এক ব্যারিস্টার না পড়ালে অন্য ব্যারিস্টার পড়াবে । এক ডাক্তারের কাছে না পড়লে অন্য ডাক্তার পড়াবে কিন্তু এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান এক পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ, তা সে সাধু - সন্ত বা মহাত্মাই হোক্ না কেন, কেউই পড়াতে পারে না । তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে এদের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান আছে আর চতুর্থ পয়েন্ট - পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন না বরং পরমাত্মা প্রতি কল্পে কল্পে একইবার এই সঙ্গম যুগে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগের আদিতে, এই সঙ্গমের সময়ই আসেন, আর অনেক অধর্মের বিনাশ করিয়ে এক আদি সনাতন সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন । এখন মানুষ কিভাবে বলে যে, পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন আবার এও বলে যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দ্বাপরে এসেছিলেন । এখন এই সব কথাকে সিদ্ধ করতে হবে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন, শিব পরমাত্মা আর তিনিও দ্বাপরে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন এই সঙ্গম যুগে । পাঁচ নম্বর পয়েন্ট - গুরু ছাড়া কিভাবে ঘোর অন্ধকার হয়েছে, সেই গুরু কে ? মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো ঝাড় কেমন আর আমরা পাঁচ বিকারকে জয় কিভাবে করবো ? ছয় নম্বর পয়েন্ট হলো - আমরা সেই পাণ্ডব যোদ্ধা, যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরমাত্মা আছেন, তাদেরই জিত হবে । সাত নম্বর পয়েন্ট হলো পরমাত্মা স্বয়ং সর্বশক্তিমান, তাই যে পরমাত্মার সাথ নিয়েছে, তারাই পরমাত্মার কাছ থেকে লাইট আর মাইটের তাজ পাবে । এখন এই সব কথাই বুদ্ধিতে রাখতে হবে, একেই জ্ঞান বলা হয় ।

২) "দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্যের ফাউন্ডেশন কি ?"

দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্য এই দুই শব্দ কিসের উপর চলে ? এ তো আমরা জানি যে আমাদের সৌভাগ্যবান করেন স্বয়ং পরমাত্মা, আর দুর্ভাগ্যবান স্বয়ং মানুষই নিজেদের করে । মানুষ যখন সর্বদা খুশী থাকে, তখন তাকে সৌভাগ্যের অধিকারী বলা হয়, আর যখন মানুষ নিজেকে দুঃখী মনে করে,তখন সে নিজেকে দুর্ভাগ্যবান মনে করে । আমরা এমন বলবো না যে - দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য পরমাত্মার কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা নয় । এ মনে করা মূর্খতা । পরমাত্মা তো আমাদের সৌভাগ্যবান করেন, কিন্তু সেই ভাগ্যকে সুন্দর করা বা বিগড়ে দেওয়া এ সবই আমাদের কর্মের উপর নির্ভর করে । এ সবই মানুষের সংস্কারের উপর নির্ভর করে । তাই যেমন পাপ আর পূণ্যের সংস্কার ভরতে থাকে তেমনই ভাগ্য হতে থাকে কিন্তু মানুষ এই রহস্য না জানার কারণে পরমাত্মার উপর দোষ দিয়ে দেয় । এখন দেখো, মানুষ নিজেদের সুখী রাখার কারণে মায়ার কতো উপায় বের করছে আর সেই মায়ার উপায়েই কেউ নিজেকে সুখী মনে করেআবার কেউ সেই মায়ার সন্ন্যাস

করে মায়া ত্যাগ করাতেই নিজেকে সুখী মনে করে, অর্থাৎ অনেক প্রকারের প্রয়াস করে কিন্তু এতো উপায় করেও রেজাল্ট দুঃখের দিকেই নিয়ে যায় । যখন এই সৃষ্টিতে দুঃখের ভার বৃদ্ধি পায়, তখন সেই সময় স্বয়ং পরমাত্মা গুপ্ত রূপে আসেন আর নিজের ঈশ্বরীয় যোগ শক্তির দ্বারা দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা করে সমস্ত মনুষ্য আত্মাকে সৌভাগ্যের অধিকারী করেন ।

আচ্ছা । ওম শান্তি ॥